



## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কলম্বো: শুক্রবার, ০৯ এপ্রিল ২০২১

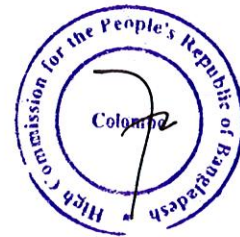
বাংলাদেশ হাইকমিশন, কলম্বো এবং শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে আজ শ্রীলংকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রী প্রফেসর জি.এল. পেইরিস এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রীলংকায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব তারেক মোঃ আরিফুল ইসলাম এবং শ্রীলংকার শিক্ষা সচিব প্রফেসর কাপিলা পেরেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে হাইকমিশন কর্তৃক নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় হাইব্রিড পদ্ধতিতে বিগত ৮ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ শ্রীলংকার স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উক্ত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে করোনা মহামারি পরিস্থিতির মধ্যেও উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। আজকের এ অনুষ্ঠানে হাইকমিশনের পক্ষ হতে অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে সার্টিফিকেট এবং প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, চলমান করোনা মহামারির কারণে স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে পুরস্কার বিতরণীর এই অনুষ্ঠান ২১ ফেব্রুয়ারিতে আয়োজন সম্ভবপর হয়নি।

স্বাগত বক্তব্যে শ্রীলংকার শিক্ষা সচিব চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনকে ধন্যবাদ জানান এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার বিষয়টি পূর্নব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে হাইকমিশনার তারেক ইসলাম মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান। শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসর পেইরিস প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাতৃভাষার মূল্যবোধ এবং মর্যাদা রক্ষায় সকলের মধ্যে সংহতিবোধ জাগ্রতকরণের আহবান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন বিষয়ে আগ্রহের প্রশংসা করে বলেন চিত্রাঙ্কন একটি সার্বজনীন ভাষা। তিনি আরও বলেন, ভাষার কোন সীমা নেই, এটি অব্যাহত, তাই এর সংরক্ষণে সকলকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

পুরস্কার বিতরণীর এই আয়োজনটি শ্রীলংকার করোনা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি মেনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, অভিভাবক ছাড়া শ্রীলংকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সকলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য শ্রীলংকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তারের জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনকে সাধুবাদ জানান।

সংযুক্তিঃ অনুষ্ঠানের ফটো।



"মুজিববর্ষের কূটনীতি, প্রগতি ও সম্প্রীতি": "Mujib Year's Diplomacy, Friendship & Prosperity"